বিষয় জানা গেল। এই বৈসাদৃশ্যজ্ঞানের সাহায্যে কোন ব্যক্তি পূর্বে প্রত্যক্ষ না করা সত্ত্বেও উটকে চিনে নিতে পারবে। এই ধরনের উপমিতিকে বৈধর্মোপমিতি বলা হয়।

১৪। শব্দ (Testimony) ঃ

নৈয়ায়িকদের মতে শব্দ হল চতুর্থ প্রমাণ বা যথার্থ জ্ঞানলাভ উপায়। 'শব্দ' বলতে সাধারণতঃ আমরা বুঝি বাচনিক জ্ঞান। শব্দ হল শব্দের ও বাক্যের দ্বারা সূচিত বস্তুর জ্ঞান, কিন্তু সব বাচনিক জ্ঞানই যথার্থ নয়। নৈয়ায়িকদের মতে শব্দ হল বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তির বচন বা আপ্তবাক্য। শব্দের প্রকৃত অর্থ যিনি অবহিত, যিনি জ্ঞানী, সত্যবাদী এবং বিশ্বাসযোগ্য, তিনিই শব্দতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি, তিনিই আপ্ত।[1] তিনি নিজে সত্য জানেন এবং অপরের কাছে সত্যই প্রকাশ করেন। 'আপ্তবাক্যং শব্দঃ' বা 'আপ্তোপদেশঃ শব্দঃ'। আপ্তের বচনই শব্দ-প্রমাণ। বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তি হলেন সত্যবাদী, তাঁর বাক্য প্রামাণিক, সেহেতু গ্রহণযোগ্য। প্রত্যক্ষ, অনুমান ও উপমান প্রমাণের দ্বারা যে বিষয় সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করা যায় না, শব্দ-প্রমাণের সাহায্যেই সেই বিষয় সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করতে হয়। শব্দ প্রমাণ একটি বিষয়ের উপর নির্ভর, তা হল, বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তির বচনের অর্থ উপলব্ধি করা।

আপ্তের বচনই শব্দ প্রমাণ

বাৎসায়নের মতে শব্দ-প্রমাণ দু'প্রকার—দৃষ্টার্থ এবং অদৃষ্টার্থ। দৃষ্ট বস্তু অর্থাৎ জাগতিক বস্তু সম্পর্কে বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তি, মুনি, ঋষি বা শাস্ত্রের যে বচন সেইগুলি হল দৃষ্টার্থ শব্দ-প্রমাণ। উদাহরণস্বরূপঃ ধান্যশস্য বা বৃষ্টিপাত সম্পর্কে কোন বিশ্বাসযোগ্য কৃষকের বচন, আদালতে বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষীর সাক্ষ্য বা শাস্ত্র যা বিভিন্ন ধরনের আচার-অনুষ্ঠানের নির্দেশ দেয়, এই সকলগুলিই দৃষ্টার্থ শব্দ-প্রমাণ। অণু-পরমাণু, খাদ্যপ্রাণ প্রভৃতি সম্পর্কে বৈজ্ঞানিকদের বচন, মুনি, ঋষি এবং শাস্ত্রের অতীন্দ্রিয় বস্তু, যেমন—আত্মা, পরমাত্মা, পাপ, পুণ্য জন্মান্তরবাদ প্রভৃতি সম্পর্কে যে বচন সেইগুলি হল অদৃষ্টার্থ।

শব্দ-প্রমাণ—দৃষ্টার্থ ও অদৃষ্টার্থ

নব্য নৈয়ায়িকরা শব্দকে দু'ভাগে ভাগ করেন, যথা—(১) লৌকিক এবং (২) বৈদিক। বৈদিক বচন হল বেদের বচন। বেদের বচন ঈশ্বরের বচন বা সেই বচন যেগুলি ত্রিকালজ্ঞ মুনিঋষিরা ব্যক্ত করেছেন সেইহেতু এইগুলি প্রামাণিক এবং অভ্রান্ত। লৌকিক বচন হল সাধারণ মানুষের বচন, সেইহেতু এই বচন সত্যও হতে পারে মিথ্যাও হতে পারে। তবে যে-কোন লৌকিক বচনই শব্দপ্রমাণ নয়। বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তির বচনই শব্দ-প্রমাণ। আপ্তবাক্য সকল সময়ই কোন ব্যক্তির বচন—সেই ব্যক্তি-সত্তা মানবীয় হতে পারে, দৈবও হতে পারে।

শব্দ—লৌকিক এবং বৈদিক

---

1. 'যাঁরা ভ্রম-প্রমাদ বিপ্রলিপ্সামুক্ত, শব্দপ্রতিপাদ্য অর্থ বিষয়ে যাঁরা অভ্রান্ত, যাঁদের প্রবঞ্চনার দুষ্ট অভিসন্ধি নেই, যাঁরা নিজের অনুভব অন্যকে বুঝিয়ে দিতে ইচ্ছা করেন তাঁরাই আপ্ত।'

প্রত্যেক পদ এক একটি পদার্থের শব্দসঙ্কেত।[1] প্রত্যেক পদেরই পদার্থ বোঝাবার শক্তি আছে, এই শক্তির নাম পদশক্তি। ঈশ্বরেচ্ছাই পদশক্তির কারণ। অর্থবোধক পদসমূহকে বাক্য বলে। বাক্যের অর্থবোধ চারটি হেতুর উপর নির্ভর—(১) আসক্তি বা বাক্যস্থ পদসমূহের অব্যবহিত উপস্থিতি। বাক্যস্থ এক পদের সঙ্গে অপর এক পদের একান্ত ব্যবধান থাকা যুক্তিযুক্ত নয়। 'ঘট' শব্দ উচ্চারণের দীর্ঘকাল পরে 'আনয়ন কর' বলা হলে অর্থবোধ হবে না। (২) যোগ্যতা বা বাক্যস্থ পদসমূহের সম্বন্ধের বাধার অভাব। 'জলদ্বারা সেচন কর' কথাটি বোধগম্য কেননা জলের সঙ্গে সেচনের সম্বন্ধের কোন বাধা নেই। সুতরাং এই বাক্যের যোগ্যতা আছে। কিন্তু 'অগ্নিদ্বারা সেচন কর', এই বাক্যে যোগ্যতার অভাব রয়েছে, কেননা অগ্নি ও সেচন-ক্রিয়ার সম্বন্ধের বাধা আছে। (৩) আকাঙ্ক্ষা অর্থাৎ বাক্যে ব্যবহৃত পদসমূহের পরস্পরকে জানার বিষয় হবার যোগ্যতা, যেমন 'আন' বললে 'কি আনব' তা জানতে ইচ্ছা হয়। (৪) তাৎপর্য বা বক্তার অভিলষিত অর্থের জ্ঞান। যেমন, সৈন্ধব অর্থে 'লবণ' ও 'সিন্ধুদেশীয় ঘোটক' উভয়ই বোঝায়। 'সৈন্ধব নিয়ে এস' বললে লবণ আনার কথাও ভাবা যেতে পারে আবার সিন্ধুদেশের ঘোটক আনার কথাও ভাবা যেতে পারে। এক্ষেত্রে বাক্যের তাৎপর্যের অর্থাৎ বক্তার অভিপ্রায়ের দিকে লক্ষ্য রেখে বাক্যার্থ নির্ণয় করতে হবে।